যুগান্তর

NOV. 24 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

ডিগ্রি ইংরেজি বইয়ে ভুল

ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি (পাস) ও সাবসিডিয়ারি কোর্সসমূহে ইংরেজিকে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পুনঃপ্রবর্তন করেছে। উক্ত বিষয়ে অনেক লেখক ও প্রকাশনা সংস্থার প্রচুর বই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হল, প্রায় সব বইয়ের Composition Section-এ Paragraph ও Amplificationগুলোতে অসংখ্য ভুল ছাড়াও sentence construction খুব দুর্বল ও নিম্নমানের। Paragraph লিখতে গিয়ে লেখকরা Essay ও Paragraph-এর পার্থক্যটুকু সম্ভবত ভুলে গেছেন। তারা ভাবেন, Essay-কে ছোট করলেই Paragraph হয়ে যায়। Paragraph যে মাত্র একটি পয়েন্টের ওপর logical coherence-এর সঙ্গে বিশদভাবে লিখতে হয় তা বোধ হয় তাদের জানা নেই।

অন্যদিকে Grammar Section-এ লেখকরা যে ভুল করেছেন তা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। In front of, in case of, because of ইত্যাদি তারা দেখিয়েছেন prepositional phrase হিসাবে, অথচ এগুলো হচ্ছে preposition. Till এবং Until যে একই অর্থ বহন করে তা মনে হয় স্বনামধন্য কোন কোন লেখকের জানা ছিল না, জেনেছেন প্রথম প্রকাশের অনেক পরে। তারা ভেবেছিলেন till হ্যাঁ-বোধক এবং until না-বোধক শব্দ। Until-এর un-কে তারা negative prefix মনে করে তাদের বইতে লিখেছিলেন u হচ্ছে till not. লেখকদের পড়াশোনা ও জ্ঞানের বহর দেখলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়! Lest নামক conjunctionটির পরের clause-এ should/might-এর পর যে verbটি বসবে তার ইঙ্গিত হবে নেতিবাচক– এ বিষয়টি বোধ হয় কোন কোন লেখক পুরোপুরি মানতে নারাজ। তাই তাদের বইতে lest নিয়ে লেখা একটি sentence নিম্নরূপ :

He walked fast lest he should/might reach school in time. এর অর্থ হচ্ছে–

পাছে সে সময়মতো স্কুলে পৌঁছে এই আশংকায়/ভয়ে সে দ্রুত হেঁটেছিল। তাহলে সময়মতো স্কুলে পৌঁছা কি আশংকা বা ভয়ের ব্যাপার? যদি ভয়ের ব্যাপারই হয়ে থাকে তবে দ্রুত হাঁটার কী প্রয়োজন ছিল? Wh-question অধ্যায়ে (প্রশ্নপত্রে) statement/answer দেয়া থাকে। এই answer-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরীক্ষার্থীদের Wh-question তৈরি করতে হয়। যেমন :

Statement/answer - I get up at six in the morning.

Wh-question - When do you get up?

কিন্তু কোন কোন বইয়ে 'Wh-question'-এর পরিবর্তে 'Answer' লেখা আছে যা ছাত্রছাত্রীদের জন্য অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। এ অধ্যায়ে একজন জনপ্রিয় লেখক where শব্দের অপপ্রয়োগ করে আসছেন। তার সম্ভবত জানা নেই যে, where-এর পর in লেখার প্রয়োজন নেই; কারণ where-এর অর্থ হচ্ছে in what place. Attitude/emotion অধ্যায়ে প্রশ্নপত্রে পাঁচটি attitude/emotion দিয়ে পূর্ণ sentence তৈরির নির্দেশ দেয়া থাকে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে অনেক বইয়ে লেখকরা কিছু কিছু attitude/emotion দিয়ে এমন বাক্য তৈরি করেন যা কোন অর্থই বহন করে না। যেমন– regret বা apology নামক social attitude দিয়ে তারা লিখে থাকেন– I am sorry. এই sentence-এ বক্তা কেন দুঃখিত তার কোন উল্লেখ নেই। আমাদের মনে রাখা দরকার প্রতিটি sentence-কেই হতে হবে অর্থবোধক।

প্রশ্নপত্রের ২নং প্রশ্নে একটি sentence-কে প্রশ্নপত্রে উল্লিখিত নির্দেশ মোতাবেক ভেঙে ভেঙে দেখাতে হয়। এ অধ্যায়ে অনেক লেখক infinitive এবং infinitive phrase-এর পার্থক্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন। যেমন– to cross হচ্ছে infinitive এবং to cross the road হচ্ছে infinitve phrase. কিন্তু তারা to cross-কে infinitive phrase হিসাবে লিখে থাকেন। তারা এতটুকু জানেন না যে, শুধু to+base form of verb হচ্ছে infinitive. সুতরাং infinitive phrase বললে verb-এর পরে অবশ্যই এক বা একাধিক word থাকতে হবে। এ অধ্যায়ে finite verb শনাক্ত করতে গিয়ে প্রায় সব লেখক ভুল করে থাকেন। Raindrops are falling কিংবা He has bought a book-এ sentence দুটিতে finite verb হল যথাক্রমে are ও has। পক্ষান্তরে non-finite verb হল falling (present participle) এবং bought (past participle)। অথচ প্রায় সব লেখক এ ধরনের sentence এ auxiliary verb ও main verb কে একত্রে finite verb হিসাবে দেখিয়ে থাকেন। এতসব ভুলের কারণে ছাত্রছাত্রীদের শুদ্ধভাবে ইংরেজি পড়াতে গিয়ে প্রায়ই বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। ডিগ্রি ইংরেজি (আবশ্যিক) বিষয়ের প্রকাশিত বইগুলোতে উপরে উল্লিখিত ভুল ছাড়াও অসংখ্য বানান ভুল রয়েছে। খুব দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে, cannot যে এক শব্দ তাও লেখকরা জানেন না। তারা বরাবরই ভুল করে can not (দুই শব্দ) লিখে থাকেন। আমাদের দেশের হতভাগ্য ছাত্রছাত্রীরা ভুলে ভরা এ বইগুলো মহামূল্যবান ও অমোঘ গ্রন্থ মনে করে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠার গলাধঃকরণ করে আসছে। যত্ন, নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে এবং নির্ভুলভাবে বই প্রকাশ করা লেখক ও প্রকাশকদের নৈতিক দায়িত্ব। পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষেরও এক্ষেত্রে সুষ্ঠু তদারকির প্রয়োজন রয়েছে। তাই প্রকাশিত বইয়ে ভুল তথ্য ও অশুদ্ধতার দায়ভার তারাও এড়াতে পারেন না।

কাওছার রসিদ মামুন
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ, মতলব ডিগ্রি কলেজ, চাঁদপুর